অসংযত সংশয়বাদ বা পাইরোবাদ

--যুক্তিতর্ক দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তি বা বুদ্ধির অক্ষমতা প্রমাণ করতে চায়।

১) বিমূর্ত যুক্তির (নিশ্চয়াত্বক যুক্তি) বিরুদ্ধে আপত্তি

২) ব্যাপারবিষয়ক যুক্তির (বস্তুস্থিতি সংক্রান্ত সম্ভাবনামূলক যুক্তি) বিরুদ্ধে আপত্তি

১) বিমূর্ত যুক্তির (নিশ্চয়াত্বক যুক্তি) বিরুদ্ধে আপত্তির উৎস- এই প্রচলিত ধারণা-

দেশ অনন্ত বিভাজ্য, কালও অনন্ত বিভাজ্য

Suppose B1 – large but finite extension

B2- smaller extension

B3 -infinitely small quantity

B4- still smaller in quantity than B3, immeasurable

দেশের অনন্ত বিভাজ্যতা মেনে নিলে বলতে হবে এ প্রত্যেকটি দেশখন্ড বা বিস্তারই অনন্ত অংশ দিয়ে গঠিত। এটা স্ববিরোধী উক্তি।

একই ভাবে, কালের অনন্ত বিভাজ্যতা মানলে স্বীকার করতে হবে, বড়, ছোট, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রত্যেক কালখণ্ডই অনন্ত অংশ দিয়ে গঠিত। আবার, কালখণ্ড ক্ষণস্থায়ী; কোনো দুটি কালবিন্দু বা ক্ষণ সহ-অবস্থান করতে পারে না। অতএব, কালের অনন্ত বিভাজ্যতা মানা যায় না।

পাইরোবাদীরা বলেন- যেহেতু বিমূর্ত যুক্তি নির্ভর করে দেশ ও কালের অনন্ত বিভাজ্য- এই ধারণার উপর, আর এই ধারণা স্ববিরোধী, তাই যেসব বিজ্ঞানে- যেমন জ্যামিতি, বীজগনিত,পাটীগনিত-এই ধরণের যুক্তি প্রয়োগ করা হয়, সেগুলোতেও স্ববিরধিতা দেখা দেয়।

হিউম এই দাবি মানেন না- পাইরোবাদই সবচেয়ে বেশী সংশয়ের বিষয়।

যে স্ববিরধিতার কথা পাইরোবাদীরা বলেন, তাকে এড়ানো যায় কারণ-

বিমূর্ত ধারণা বলে কিছু নেই,

সুতরাং, পরিমাণ (মানে, দেশ ও কাল) বিমূর্ত ধারণা নয়।

দেশকাল ইন্দ্রিয়গম্য বিষয়,

যা অনন্ত বিভাজ্য তার অংশ-সংখ্যা অনন্ত,

অতএব, যদি দেশখন্ড বা কালখন্ড অনন্ত বিভাজ্য হয় তাহলে, যে কোনো সীমিত দেশখন্ড বা কালখন্ড অনন্ত অংশ দিয়ে গঠিত

কিন্তু, যে কোনো ইন্দ্রিয়গম্য দেশখন্ড বা কালখন্ড অনন্ত অংশ দিয়ে গঠিত- এ উক্তি স্ববিরোধী;

সুতরাং, কোনো দেশখন্ড বা কালখন্ড অনন্ত বিভাজ্য নয়।

অর্থাৎ, বিমূর্ত যুক্তির ভিত্তি দেশ-কালের ধারণা হলেও সেই ধারণা থেকে স্ববিরধিতা নিঃসৃত হয় না।

অতএব, বিমূর্ত যুক্তি দিয়ে যথার্থ জ্ঞান সম্ভব।

২) অস্তিত্ব ও বস্তুস্থিতি-সংক্রান্ত যুক্তি সম্পর্কে পাইরোবাদীদের আপত্তিঃ

লৌকিক আপত্তি-

একই বিষয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, দেশে দেশে, কালে কালে বা একই ব্যক্তি তে বিভিন্ন সময়ে বিস্তর মতভেদ এমনকি পরস্পর বিরুদ্ধতা ও দেখা যায়।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও সীমাবদ্ধ।

তাই, পাইরোবাদীরা বলেন- কোনো বাস্তব ব্যাপার সম্পর্কেই যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব।

হিউম এই আপত্তি মানেন না।

হিউম- আমরা প্রতিনিয়ত অস্তিত্ব ও বস্তুস্থিতি সংক্রান্ত যুক্তির সাহায্য নিয়ে থাকি। এইরুপ যুক্তির আশ্রয় ছাড়া জীবনধারণই সম্ভব হত না।

অতএব, বাস্তব জীবনে এই যুক্তি ব্যবহার করার ফলে ভুল্‌ভ্রান্তি হওয়ার দোহাই দিয়ে এই যুক্তির কার্যকারিতা খণ্ডন করা যায় না।

বাস্তব ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায় যে পাইরবাদ কতটা ভিত্তিহীন।

দার্শনিক আপত্তি-

বস্তুস্থিতি সংক্রান্ত সমস্ত দাবি নির্ভর করে কার্যকারণ সম্বন্ধের উপর;

কিন্তু অতীতে ক ও খ-এর সতত সংযোগ দেখেছি, কাজেই ভবিষ্যতেও ক ঘটলে খ ঘটবে- এই বিশ্বাসের সপক্ষে কোনো সুযুক্তি নেই। এ জাতীয় যুক্তির পিছনে আছে কেবল অভ্যাস ও সহজাত বৃত্তি।

আর এই বৃত্তি অন্যান্য বৃত্তির মতই আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারে।

হিউম কিন্তু এই আপত্তির বিরুদ্ধে কোন যুক্তি দিতে পারেন নি বা এই আপত্তির মধ্যে কোন যৌক্তিক দোষ বার করতে পারেন নি।

...no durable good can ever result from it.

পাইরোবাদের বিরুদ্ধে হিউমের সাধারণ আপত্তিঃ

A Pyrrhonean cannot expect that his philosophy will have any constant influence on the mind; or if it had, that its influence would be beneficial to society.

.....he must acknowledge, if he will acknowledge anything, that all human life must perish, were his principles universally and steadily to prevail. All discourses, all action would immediately cease; and men remain in a total lethargy, till the necessities of nature, unsatisfied, put an end to their miserable existence.

কিন্তু পাইরো কেবল এই দাবিই করেন যে দার্শনিকদের কাজ হল কেবল অনুসন্ধান করা এবং মীমাংসা স্থগিত রাখা।

Sophism- → কোনো কিছুই জানা যায় না, বা সত্য বলে বিশ্বাস করা যায় না।